যায়যায়দিন

তারিখ 09 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশের মরিচের গুঁড়া স্প্রে

যাযাদি রিপোর্ট

নন-এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবিতে শিক্ষকদের শিক্ষা ভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি মিছিল নিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষা ভবনের দিকে এগোতে থাকলে তাদের বাধা দেয় পুলিশ। শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে তাদের ওপর মরিচের গুঁড়ার (পিপার) স্প্রে ব্যবহার করে পুলিশ। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়।

পুলিশের রমনা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) সৈয়দ নুরুল ইসলাম জানান, শিক্ষকরা ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করায় তাদের ওপর বিশেষ ওই স্প্রে ব্যবহার করা হয়। পুলিশের বাধায় শিক্ষকরা আবারো প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন।

এর আগে সকাল সোয়া ১০টার দিকে দ্বিতীয় দিনের মতো, প্রেসক্লাবের সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। এতে পল্টন-শাহবাগ সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আশপাশের সড়কে দেখা দেয় দীর্ঘ যানজট।

আগের দিন প্রেসক্লাবের সামনে সড়ক অবরোধ করে দিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা। তারা জানান, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রায় ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এক লাখের মতো শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছিলেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত শিক্ষকরা। গত মে মাসে এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বৈঠকও হয়।

পরে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঙ্গেও বৈঠক করেন তারা। ১ সেপ্টেম্বর তাদের আন্দোলন কর্মসূচিতে

কর্মসূচি : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

কর্মসূচি : শিক্ষকদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লাঠিপেটা করে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করবেন বলে আশ্বাস দেয়ার পর কর্মসূচি স্থগিত করেন শিক্ষকরা। যদিও ওই বৈঠক পরে স্থগিত করা হয়। এরপর গত ৩০ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি মেনে নিতে সরকারকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন শিক্ষকরা। এর মধ্যে দাবি আদায় না হওয়ায় সোমবার থেকে ফের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা।

এদিকে গতকাল বিকালে এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকরা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। ঐক্যজোটের সভাপতি এশারত আলী জানান, আজ সকাল ১০টায় শিক্ষকরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন। এরপর ১১টায় শিক্ষক-কর্মচারীরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় ঘেরাও করবেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকরা ঘরে ফিরবেন না। দাবি আদায়ে ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি চলবে।

এশারত আলী আরো বলেন, তাদের দমিয়ে রাখতে পুলিশ শিক্ষকদের ওপর ক্ষতিকর স্প্রে ছুড়েছে। এতে বহু শিক্ষক আহত হয়েছেন। শতাধিক শিক্ষক আহত হয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, গত ১০ বছর ধরে তারা আধাপেট খেয়ে আছেন। শিক্ষকরা অভুক্ত ও খোলা আকাশের নিচে আছেন। দাবি বাস্তবায়ন না করে তারা আর ঘরে ফিরবেন না। এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হবে। এরপর ১১টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় ঘেরাও করবেন। তিনি বলেন, গত ১১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের আলোচনার তারিখ থাকলেও হঠাৎ করে তা স্থগিত করা হয়। এর মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সরকারের আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত সরকারের কোনো মহল থেকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি।